কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 10 FEB 2015 ...
পৃষ্ঠা - ৪৪ কলাম - ৩

ধ্বংসের মুখে শিক্ষাব্যবস্থা

ক্ষতি সহজে পূরণ হওয়ার নয়

এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা অবরোধ-হরতালে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এক কথায় এখন লণ্ডভণ্ড। বছরের প্রথম দিনই শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের শ্রেণির পাঠ্য বই। সেই বই উৎসবের দিনটি হরতালের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। সেই থেকে আজও চলছে টানা অবরোধ-হরতাল কর্মসূচি। সর্বশেষ গতকাল এক জায়গায় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক শ্রেণির বইবাহী ট্রাক। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে বছরের প্রথম দিন থেকে একাডেমিক ক্যালেন্ডার চালু হলেও অনেক স্কুলে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। নিরাপত্তার অভাবে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে ভয় পাচ্ছে। অভিভাবকরাও তাঁদের সন্তানদের নিয়ে চিন্তিত। স্কুল কর্তৃপক্ষ এখন চিন্তিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা নিয়ে। এই ভীতিকর রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যেই শুরু হয়েছে এসএসসি পরীক্ষা। তারিখ পিছিয়ে দিয়ে সাপ্তাহিক ছুটির দিনের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। আগামী শুক্র ও শনিবার আরো দুই পত্রের পরীক্ষা হবে।

এদিকে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে হরতাল-অবরোধের অশুভ ছায়া পড়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর আবার বন্ধ ঘোষণা করতে হয়েছে। নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা নিতে পারেনি। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধাগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষা কার্যক্রম। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, সেখানে ক্লাস শুরু হলেও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি সন্তোষজনক নয়। ঢাকার বাইরের অনেক শিক্ষার্থী এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছতে পারেননি। পিছিয়ে দিতে হয়েছে অনেক পরীক্ষা। এভাবে চলতে থাকলে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স-কারিকুলাম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার কোনো সুযোগও থাকবে না।

শিক্ষাব্যবস্থাকে রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে রাখার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে বারবার অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে নারাজ। এসএসসির মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষাকে কেন অবরোধ-হরতালের মতো একটি কর্মসূচি দিয়ে বাধাগ্রস্ত করা হলো, সে প্রশ্ন আজ সবার মনে। পরীক্ষার্থীদের এই ক্ষতি কিসের বিনিময়ে পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে, তা আমরা জানি না। অবরোধ-হরতালের কারণে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতিও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আবার পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়েও পরীক্ষার্থীদের আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয়। সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়েছে। জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষাব্যবস্থায় হরতাল-অবরোধ যে আঘাত করেছে, তার ক্ষতি সহজে পূরণ হওয়ার নয়।

দেশের চলমান রাজনীতি যেন শিক্ষাব্যবস্থার বৈরী। রাজনীতিকদের কাছে শিক্ষাব্যবস্থা যেন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, এই শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনে দেশের হাল ধরবে। আজকের শিক্ষার্থীদের সিংহভাগ, বিশেষ করে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থীরা আগামী দিনের ভোটার। আজকের অবরোধ-হরতাল আহ্বানকারীদের সম্পর্কে এই শিক্ষার্থীদের মনে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হলে, তা কি কোনো দিন মুছে ফেলা সম্ভব হবে?

দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করে এমন রাজনীতি অবশ্যই পরিত্যাজ্য। রাজনীতি পরিচালিত হোক একটি শিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে তোলার মহৎ লক্ষ্যে। শিক্ষাব্যবস্থা ও কার্যক্রম ব্যাহত হয়, এমন রাজনৈতিক কর্মসূচি না দেওয়া বিবেচনাপ্রসূত। রাজনীতিকরা সুবিবেচনাবোধের পরিচয় দেবেন—এমনটি তো আশা করাই যেতে পারে।